জ্যোতির্ময় দাস

'নির্বাচিত প্রবন্ধ' ঃ পাঠ ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আমরা অপরাজিতা রায়কে বিশেষত কবি হিসাবে জানি, কিন্তু প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর শক্তিশালী লেখনী বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। ত্রিপুরায় ছয়ের দশকে সাহিত্যচর্চা মূল কেন্দ্রের দিকে বাঁক নিতে শুরু করে। রাজ অন্দরের সাহিত্যচর্চার ভাবধারাকে পুঁজি করে এক নতুন অভিমুখে ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চা শুরু হয়, এই ছয়ের দশকেই। কিন্তু এ-সময় কবিতাচর্চার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। তরুণ কবিরা কবিতাকে আশ্রয় করে মানুষের চেতনা ও বিকাশকে বাড়িয়ে তোলার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। ত্রিপুরায় প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার সমুজ্জ্বল ইতিহাস থাকলেও তখন এতটা বেগবান ছিল না। কয়েকজন প্রাবন্ধিক নিজেরা নিজেদের মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে প্রবন্ধ চর্চায় সাহিত্যের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। তাদের মধ্যেই একজন ছিলেন অপরাজিতা রায়।

প্রথমত কবিতা লেখা দিয়ে কবিতাচর্চা শুরু করেন। পরে লিখলেন ছড়া। সঙ্গে সমালোচনা সাহিত্য এবং প্রবন্ধ। তার নিজের ভাষায়—"আমার প্রবন্ধ লেখার শুরু গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। প্রথম প্রবন্ধ কোনটি বা তা কোথায় ছাপা হয়েছিল আজ তার কিছুই মনে নেই। এ-পর্যন্ত লেখা প্রবন্ধের সংখ্যাও ঠিক বলতে পারব বা। হয়তো অর্ধশতকের কাছাকাছি হবে।"

অপরাজিতা রায়ের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। সংকলনের নাম 'সাহিত্যের বিবর্তিত বাস্তব'। দ্বিতীয় প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর ২০০৭ সালে। নারীর অধিকার বিষয়ক। নাম —'নারী ঃ তার ক্ষমতায়ণ ও রাজনৈতিক সংখ্যালঘুতা'। আর ত্রিপুরার লেখালেখি ও সাহিত্যভাবনা নিয়ে ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় আরেকটি প্রবন্ধ সংকলন। নাম— 'একক পাঠে ত্রিপুরার সাহিত্য সন্ধান'। ২০১৬ সালে প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি থেকে বাছাই করে 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছে সৈকত প্রকাশনা থেকে। সাহিত্যিক অপরাজিতা রায়ের এই প্রবন্ধ সংকলনে স্থান পেয়েছে মোট ২৭টি প্রবন্ধ। এর মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ অগ্রন্থিত ছিল। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলনে বিষয়ভিত্তিক করে তিন ভাগে সাজানো হয়েছে। (১) সাহিত্য ও সাহিত্যিক, (২) মানবাধিকার, (৩) নারী অধিকার। এবার আসা যাক কয়েকটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনায়।

দায়বদ্ধ শিল্প; বুদ্ধদেব বসু ও পরবর্তী প্রশ্ন:-

সংকলনের প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম এটি। শিরোনামেই প্রবন্ধের মূল বিষয়ের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখিকা এ বিষয়ে একটু আভাস দিয়েছেন এইভাবে—"বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমসাময়িক কবি লেখকদের সম্বন্ধে যত আলোচনা করেছেন, তাঁকে নিয়ে তার সিকি আলোচনাও হয়নি। একথা লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে সত্য হলেও বলতে হয়, বুদ্ধদেব বসু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তি আর বিতর্কই দীর্ঘ প্রসারী আলোচনার জনক" পুরো প্রবন্ধটিতে লেখিকা কবি বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও সাহিত্য এবং কবিসত্ত্বাকে এক অন্য ধারায় আলোচনা করেছেন যা পাঠককে প্রবন্ধের গভীরে নিয়ে যায়। যা থেকে পাঠকরা কবি বুদ্ধদেব বসুকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারবেন। ১৯৭৪ সালে লেখা এই প্রবন্ধ বর্তমান সময়েও কতটা প্রাসঙ্গিক তা পাঠ ছাড়া অনুধাবন করা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা:-

১৯৭৪ সালে লেখা এই প্রবন্ধে লেখিকা তদ্‌কালীন সময়ে ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যচর্চার গতি প্রকৃতি কি ছিল তা তুলে ধরেছেন। গল্প, কবিতাচর্চায় ত্রিপুরায় লেখকরা লেখিকারা কিভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছিলেন সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আমরা এই প্রবন্ধ থেকে পাই। পাহাড়ী ঘেরা বাংলাভাষা চর্চিত ত্রিপুরার আধুনিক গল্পের সূচনা যিনি করেছিলেন, সেই বিমল চৌধুরী থেকে শুরু করে কথাকার কার্তিক লাহিড়ীর লেখা গল্পের কথা উঠে এসেছে প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুতে। একই সাথে ত্রিপুরার কবিতা চর্চার আধুনিক যুগ কিভাবে এসেছে তাও ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা। রণেন্দ্রনাথ দেবের কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম বৃষ্টির জল'(১৩৭০বঙ্গাব্দ) সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণের কাব্যগ্রন্থ 'জলের ভেতর বুকের ভেতর' এর উল্লেখ যেমন প্রবন্ধে রয়েছে তেমনি ত্রিপুরার প্রথম সারির কবিদের কবিতা চর্চার অভিমুখ কি তা বিশ্লেষণ করেছেন স্বকীয় ভঙ্গিমায়। একই সাথে প্রবন্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান নিয়েছে ত্রিপুরার প্রবন্ধ চর্চার বিষয়।

'লিটল ম্যাগাজিনগুলোর অবদান ত্রিপুরার সাহিত্যের গতি সঞ্চারে অবশ্য স্মর্তব্য। লিটল ম্যাগাজিন কথাটি ভাবার্থে ঠিক ছোট পত্রিকা বোঝায় না। যে সব পত্রিকা নতুন লেখকদের সৃষ্টি প্রকাশের পথ করে দিচ্ছে, লেখার আঙ্গিক ও ভাবদেহ নিয়ে নতুন পরীক্ষার রাস্তা কেটে দিচ্ছে, সেগুলিই লিটল ম্যাগাজিন। ঠিক এইভাবেই ত্রিপুরার সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকাকে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষদিকে ত্রিপুরার অনুবাদ সাহিত্য চর্চার গতিপ্রকৃতিকেও স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা।

অনঙ্গমোহিনী ঃ ত্রিপুরার প্রথম রোমান্টিক কবি:-

ত্রিপুরার রাজ আমলের কবি অনঙ্গমোহিনীকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ অপরাজিতা রায়ের অনন্য সৃষ্টির একটি নিদর্শন। মহারাজা বীরচন্দ্রের কন্যা ছিলেন অনঙ্গমোহিনী। বীরচন্দ্র মানিক্য

বাহাদুর নিজেও ছিলেন একজন কবি, চিত্রশিল্পী। পিতার কাছে থেকেই তিনিও পেয়েছিলেন কবিতা লেখার প্রথম রসদ। রাজকন্যা হিসাবে রাজ অন্তঃপুরে থেকেও তিনি কাব্যচর্চার পরিবেশ পেয়েছিলেন। নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কবি স্বভাবকে লালিত-পালিত করে নতুন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন কবি অনঙ্গমোহিনী। কবিগুরুর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাও অনঙ্গমোহিনীর কবিসত্ত্বাকে প্রেরনা জুগিয়েছিল। কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা, কাব্য ভাবনা ও তদ্‌কালীন সময়ে সাহিত্য চর্চার পরিবেশ ভাবনাকে এক সূতোয় এই প্রবন্ধে গেঁথে দিয়েছেন প্রাবন্ধিক অপরাজিতা রায়। এই প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা যায়।

ত্রিপুরার শিশু সাহিত্য প্রসঙ্গ:-

ত্রিপুরার সাহিত্য চর্চায় শিশশুসাহিত্য অন্যতম একটি শাখা। এই শাখাকে নিয়েই অপরাজিতা রায় এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হিসাবে তুলে এনেছেন। তিনি প্রবন্ধে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন—"শিশুসাহিত্য বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আলোচনাই সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ নয়।" এরপরেই এই প্রবন্ধে একটি সত্যকে উপস্থাপন করেছেন স্পষ্ট বক্তব্যে। কবি ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য সম্পর্কে লিখেছেন—"ত্রিপুরার শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্র বারবার উপেক্ষিত। অতি আধুনিক স্তরে দু'একজন বলিষ্ঠ লেখক ছাড়া ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় নি। ছোটদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে, তাদের মনের খোরাক নিয়ে যে আলাদা করে কিছু ভাবার আছে, শিশু সাহিত্যে যে বিশেষ কিছু দেবার আছে, এমনকি সমগ্র পরিণত মানস সাহিত্যের যে শিশু সাহিত্য থেকে কিছু নেবার আছে, তাও কেউ তলিয়ে চিন্তা করেন নি কিছুদিন আগেও।" প্রবন্ধটি পাঠ করতে করতে একটু ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পাই, স্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি ত্রিপুরায় শিশু সাহিত্য চর্চায় যেভাবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা ব্যাখ্যা করেছেন সহজ সরল গদ্যে। প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ছোটদের লেখালেখি নিয়ে প্রকাশিত শিশুপত্রিকা বা সাময়িক পত্রিকাগুলির কথাও। এই সময়ে কোন কোন লেখক শিশুসাহিত্য চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন, কিংবা কি ধরনের শিশুসাহিত্য এই পাহাড়ি ত্রিপুরায় লেখা হচ্ছে তাও সুন্দর বর্ণনায় লেখিকা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

ত্রিপুরার নারী কবিদের কবিতায় নারীত্বের ব্যথা:-

একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিপুরায় মহিলা কবিদের কবিতায় কিভাবে নারীদের প্রতি অবিচার, যন্ত্রণা এবং অবহেলিত করে রাখার চিত্র উঠে এসেছে তা লেখা রয়েছে এই প্রবন্ধে। এক ঐতিহাসিক অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ থেকে কবি অনঙ্গমোহিনীর হাত ধরে মহিলা কবিরা কিভাবে নিজেদের উত্তোলন ঘটিয়েছেন তা এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। ১৯৫০-২০০০ সাল পর্যন্ত যে সকল মহিলা কবিরা নিজেদের কবিতা চর্চায় নিয়োজিত রেখেছেন তাদের সম্পর্কে লেখিকা বিশ্লেষণ করেছেন অন্য সুষমায়। শুধুমাত্র বাংলা ভাষাই

নয় ককবরক ভাষাতেও যে সকল মহিলা কবিরা নিজেদের কবিতাচর্চায় নিমগ্ন রেখেছেন তাদের কথাও বলা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যে অন্যতম সংযোজন তা অনায়াসে বলতে কোন দ্বিধা নেই।

ত্রিপুরায় বর্তমান কাব্য সাহিত্যের ধারা:-

২০০৫ সালে লেখা এই প্রবন্ধ। ত্রিপুরার কাব্যচর্চা নিয়ে মুক্তগদ্য। যা পাঠে আমরা পেয়ে যাই ত্রিপুরার কাব্য সাহিত্যের একটি বহমান ধারা ও বিকাশের গতি প্রকৃতিকে। এটা ঠিক যে, ত্রিপুরায় যে সাহিত্যচর্চা হয়, তার মধ্যে কাব্যসৃষ্টির সংখ্যা অনেকাংশেই বেশি। কবিতার মধ্য দিয়েই আমাদের মনন, আমাদের অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, ভাষা, শব্দ ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়। ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ত্রিপুরাকে একঘরে রাখলেও তা অনেকাংশেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে বর্তমানে। কিন্তু কবিতার সৃষ্টি ধারা ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতাকে অনেক আগেই দুর করে দিয়েছে। নির্দিষ্ট সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে ত্রিপুরার কবিতা যে অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছে তা এ প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়। লেখিকা এই প্রবন্ধে একটি বিষয় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল ত্রিপুরার বিভিন্ন ভাষায় যে কবিতাচর্চা। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে এই সময়ও যারা কবিতাচর্চা করছেন তাদের কবিতার ভাষা, শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন এই প্রবন্ধে, যা আমাদের বাংলা সাহিত্যে চিরন্তন ভাষ্য হিসাবে স্থান করে নিতে পারবে বলেই আশাবাদী।

ত্রিপুরার গল্প সাহিত্য:-

ত্রিপুরার কবিতা চর্চার পাশাপাশি গল্প সাহিত্যও কম শক্তিশালী নয়। ত্রিপুরার মাটি থেকে ওঠে আসে ত্রিপুরার গল্পের পটভূমি। যা সাহিত্যের রসবোধকে অনেকাংশেই এগিয়ে নিয়ে গেছে। ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা, এই ভাষাতেই ত্রিপুরার বাংলা গল্প লিখিত হয়ে আসছে। পাঠকদের হৃদয়কে ছুঁয়েছে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু স্রোত ত্রিপুরার জনজীবনে, তার আর্থিক পরিবলয়ে, সমাজ সংস্কৃতির পরিবেশে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তার কিছু ছায়াপাত অবশ্যই ঘটেছে সমকালীন ত্রিপুরার গদ্যসাহিত্যে। লেখিকা অপরাজিতা রায় লিখেছেন—"গদ্যসাহিত্য বলতে ত্রিপুরায় ছোটগল্পই আসন দখল করে রেখেছে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে।" কথাকার বিমল চৌধুরী থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত যারা গল্প লিখছেন তাদের গল্পের ভাষাশৈলী, প্রকাশিত গ্রন্থ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এই প্রবন্ধে। যা পাঠকের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি।

ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে কিছু দৃষ্টিপাত:-

কথাকার বিমল সিংহের 'লংতরাই' (১৯৮৪ইং) উপন্যাসের কথা আমরা জানি। একেবারে পাহাড়ের কোল থেকে তুলে আনা জীবনের প্রতিচ্ছবি। আবার দীপক দেবের উপন্যাস মানেই বিত্তকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি। আবার জয়া গোয়ালার উপন্যাস মানেই চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনের কথামালা। এই সকল গ্রন্থিত কথামালাকেই

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা 'ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে কিছু দৃষ্টিপাত' এই প্রবন্ধে। ত্রিপুরার গল্প কবিতা যে সংখ্যায় লেখা হয়, উপন্যাস লেখা হয় না সে পরিমাণে। কিন্তু যে কয়েকটি উপন্যাস হাতে তুলে দেয়ার মত সেগুলিকে তুলে এনে লেখিকা আলোচনা করেছেন বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। এতেই প্রবন্ধের সার্থকতা। এছাড়া লেখিকা অপরাজিতা রায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলনে 'বিজনকৃষ্ণ ও ত্রিপুরার সাম্প্রতিক সাহিত্য', 'ভীষ্মদেবের প্রয়াণ: বিষন্ন সে পাতাঝরার দিন', 'বিমল সিংহ : ত্রিপুরার অন্তভুবনের শিল্পী'— শিরোনামে তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে যা পাঠে তিন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-কবির কথা যেমন পাই, তেমনি পাই তাঁদের রেখে যাওয়া স্মৃতির পরম স্পর্শ।

বইয়ের দ্বিতীয় ভাগেই রয়েছে মানুষের অধিকার ও নারী অধিকার নিয়ে আরও বেশ কিছু প্রবন্ধ। এই তালিকায় রয়েছে-- 'ফরাসী বিপ্লব ও আমরা', 'প্রসঙ্গ সতীদাহ : পঞ্চাশ বছরে ত্রিপুরার নারী সমাজ', 'নারী সমতায় আলোকিত অন্তঃপুর', 'নারী নির্যাতনের নেপথ্যে', 'নারী : রাজনৈতিক সংখ্যালঘু'।

উল্লেখিত এই প্রবন্ধগুলিতে লেখিকা নারীজীবনকে উদ্ভাসিত করেছেন আপন সুষমায়। 'পঞ্চাশ বছরে ত্রিপুরার নারীসমাজ' এক মূল্যবান প্রবন্ধ। রাজঅন্তঃপুর থেকে বর্তমান সময়ে ত্রিপুরার নারীরা যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন সেই ছবিই তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধে। সতীদাহ নিয়েও একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বইয়ের গরিমাকে বাড়িয়েছে অনেকাংশেই।

পাঠ-আলোচনা ছাড়াও যে সকল প্রবন্ধগুলি 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' বইয়ে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে , সেই তালিকা হল— 'ছোটগল্পের বস্তুভার', 'ভিন্ন চিহ্নের খোঁজে', 'মহাশ্বেতার সাহিত্য : সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গীকার', 'মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে', 'সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বনিয়ন্ত্রণ কাম্য', 'রবীন্দ্র পরবর্তী চার দশকে বাংলা কবিতার চিত্রকল্প', 'নারীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'আশাপূর্ণা দেবী : তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশমান আছে অপরাজিতা রায়। সাহিত্যসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০১ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় পুরস্কার পেয়েছেন পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তা। পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় হয়েছেন নিজের সৃষ্টিতে। জীবনের নব্বই বসন্তে এসেও অপরাজিতা রায় ত্রিপুরার সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন। তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেন। নিজের সৃষ্টিকে উজার করে দেন অন্যদের মধ্যে। জীবনকে তিনি দেখেছেন, সাহিত্যকে দেখেছেন অনুসন্ধিৎসার চোখে, যা এখনও সজীব ও সতেজ।